R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই পৌষ, ১৪১৮।
২১শে ডিসেম্বর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

আমরি-র পর জেলা স্বাস্থ্য কর্তারা কি বলছেন ?

বিশেষ প্রতিবেদক : আমরি-সহ কোলকাতার বেশীরভাগ হাসপাতাল ও নার্সিংহোম যেখানে সরকারী বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি মানে না, সেখানে জেলায় বিশেষ করে জঙ্গিপুরে যে কোন সুরাহাই হবে না তা জানার অপেক্ষা রাখে না। নইলে বারবার সংবাদ করা সত্ত্বেও এলাকার বেআইনী নার্সিংহোম বা প্যাথলজি লেবরেটরীগুলো সরকারীভাবে চেকিং করা হয়েছে বলে কেউ জানে না। শোনা যায়, এখানে রোজ যারা প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট দেন তাদের লাইসেন্স বা ডিপ্লোমা নিয়েও রহস্য আছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই। নিম্নমানের যন্ত্রপাতি আর সস্তা কেমিক্যাল ব্যবহারে যার সুগার নর্মাল তার হয়ে যাচ্ছে ৩২৫, আর যার সুগার যথেষ্ট বেশী তার হচ্ছে ৮৪। জ্বর লেগে থাকলেই এরা বলে দিচ্ছে টাইফয়েড। প্রচুর ভুলে ভরা রিপোর্টে আমরির মতো আগুনে না পুড়লেও তিলে তিলে মরছে শতশত অসহায় রোগী নিত্যদিন। কেউ দেখার নাই। নার্সিংহোমগুলিতে কোন্ ডাক্তার কতক্ষণ থাকেন, তাঁর ডিগ্রী কি ? হাসপাতালে(শেষ পাতায়)

প্রতিবন্ধী প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষিকার চাকরী গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা মিঠু প্রামাণিককে জাল সার্টিফিকেটের অভিযোগে এবং এস.এস.সি-র মালদা রিজিওন্যাল অফিসের নির্দেশে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর গার্লসের সেক্রেটারী দীপ্তেন্দু নাথ জানান, মিঠু প্রামাণিক ২০০৯ এর শেষের দিকে এখানে কাজে যোগ দেন প্রতিবন্ধী কোটায়। এস.এস.সি থেকে তাঁর জয়নিং লেটারের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল, যদি কোন সময় মিঠু প্রামাণিকের প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট বাতিল হয়, তবে তাকে চাকরী থেকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করতে হবে। এই শর্তের ভিত্তিতে উক্ত শিক্ষিকা চাকরী করছিলেন। একজন মিঠু জনপ্রিয় শিক্ষিকা হিসাবে নামও কেনেন। গত নভেম্বর '১১ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মালদা রিজিওনাল অফিস থেকে আসা এক চিঠিতে জানা যায়, মেডিক্যাল বোর্ড একাধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে মিঠু প্রামাণিক কানে কম শোনেন তা প্রমাণিত হয়নি। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং আর পাঁচজনের (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র পরিষদ জয়ী – তৃণমূল একটা আসনও পায়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৭ ডিসেম্বর '১১ মুর্শিদাবাদের ১৫টি কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ১০টিতে এস.এফ.আই. হেরে যায়। জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র পরিষদ সংসদ দখল করে। ২৮টি আসনের মধ্যে সি.পি. ১৪, এস.এফ.আই. ১৩ এবং এস.আর.ও (ইসলামিক স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশন) ১টি আসনে জয়ী হয়। তৃণমূল ছাত্রপরিষদ একটা আসনও পায়নি। খবর, ঐ দিন ভোট চলাকালীন জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুলের সামনে বিধায়কের উপস্থিতিতে তৃণমূলের ভোটার শ্লিপ কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে কয়েকজন যুবক। ভোট শেষ হবার পরও পুলিশের সামনে ছাত্র পরিষদের কিছু সমর্থক কলেজ চত্বরে এস.এফ.আই. এর ফেষ্টুনগুলো ছিঁড়ে দেয়। এস.এফ.আই.-এর ছেলেরাও ছাত্র পরিষদের ফেষ্টুন ছিঁড়ে ফেলে। এই নিয়ে দু'পক্ষের বচসা শুরু হলেও বেশী দূর গড়ায়নি। কংগ্রেসী সমর্থকরা ঐদিন তারা এলাকায় দাদাগিরি চালায় বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ।

জঙ্গিপুরে একটা টিকিট কাউন্টারে যাত্রী দুর্ভোগ বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে দৈনন্দিন যাত্রীদের জন্য একটি মাত্র টিকিট কাউন্টার চালু থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ছেই। সকালের দিকে হাওড়াগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ও মালদাগামী নবদ্বীপ এক্সপ্রেসের টিকিটের জন্য যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যাচ্ছে নিয়মিত। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ঢুকে গেলে বহু যাত্রী টিকিট সংগ্রহে ব্যর্থ হচ্ছেন। অনেককে হাতে (শেষ পাতায়)

১০০০ – ৫০০ টাকার জাল নোট শহরে ছড়িয়ে পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে ১০০০ এবং ৫০০ টাকার জাল নোট ধরা পড়ছে। শহর বা গ্রাম এলাকার ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সরকারী সতর্কীকরণ থাকলেও নোট নির্দ্ধারণে ব্যর্থ হচ্ছেন বলে খবর। বিদ্যুৎ পর্ষদে, (শেষ পাতায়)

কলেজের মতো রঘুনাথগঞ্জ গার্লসেও তৃণমূল বাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলে ১৮ ডিসেম্বর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে অভিভাবক শ্রেণীর ছটি আসনে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রচারে তৃণমূলের রমরমা থাকলেও জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মতো এখানেও কোন আসন পায়নি। সিপিএম ৪টি এবং কংগ্রেস দুটি আসনে জয়ী হয়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই পৌষ বুধবার, ১৪১৮

শীতের গীত

আমাদের ঋতুরঙ্গের এই দেশে প্রত্যেকটিই এক একটি বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হয়। আর তাহার সেই উপস্থিতি মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কবিকুল তাঁহাদের কল্পনার জাল বিস্তার করিয়া বহুবিধ শব্দবিন্যাসে তদ্বিষয়ক বর্ণনায় মুখর থাকেন এবং প্রকৃতির প্রতি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখিয়া দেন। অতি বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ঋতু বিশেষে বাস্তব চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন।

মূলতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু তথাকথিত অর্কবিদিগের কাছে এক এক রূপ লইয়া উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকে তাঁহারা রুদ্রের প্রচণ্ডতায় ভূষিত করেন। বর্ষাতে রাক্ষসীর করালগ্রাস দেখেন। শীতের জরত্বে বার্দ্ধক্যের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই তিন ঋতুই যেন কিছু জীবনের দাবী করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে মৃত্যু, বর্ষার প্লাবনে মৃত্যু ও শীতের শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যু।

এবারের শীতে যে শৈত্যপ্রবাহ কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে, তজ্জনিত মৃত্যুও হইয়াছে। একাধারে শীত দিয়াছে প্রাণ ধারণের সম্ভার। শস্য, সব্জি এবং অন্যান্য নানা উপকরণ শীত ডালা সাজাইয়া যে ভোজের আমন্ত্রণ জানায়, তাহাতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। বিবিধ শাক-সব্জির উপকরণে গৃহস্থের অন্নথালি সজ্জিত হয়। অন্যদিকে পিঠে-পায়েসের আয়োজনে রসনার পরিতৃপ্তি। কিন্তু এও তো আজ অর্কবিজনোচিত হইল না। কবির কল্পলোকের কথার মত শুনাইতেছে এবং আজিকার সমস্যাজর্জরিত মানুষের ভাগ্যকে যেন উপহাস করা হইতেছে। ইহা যথার্থ বটে। যে শীত মানুষের পরিপাক শক্তির এক বাড়তি ক্ষমতা দেয় এবং তাই বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীর পসরা সে সাজায়, সে শীত ঋতু আজ মানুষের মনে আবেদনের সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না। পরিপাক করিবে সে সব বস্তু, তাহা ভাগ্যবান কুবের প্রতিনিধিদের করায়ত্ত ; 'হারু সেখ' ও 'রামা কৈবর্ত'দের কাছে তাহা স্বপ্নসম।

পক্ষকাল হইতে গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলাসহ অন্যান্য দেশে অস্বাভাবিকভাবে শীত পড়ায়, তাহার সহিত হিমেল বাতাস শুরু হওয়ায় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপন অচল হইয়া পড়িয়াছে। ঘন কুয়াশায় ট্রেনে বা বাসে চলাচল বিঘ্নিত হইতেছে। গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইতে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় বহুজনকে অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের আত্মার শান্তি হোক

সম্প্রতি কলকাতার আমরি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই ঘটনা হৃদয়স্পর্শ করে নি এমন মানুষ বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজন শিশুও এই দুঃসংবাদে মর্মাহত হয়েছে। অথচ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শহরের বিদ্যালয়, ক্লাব কিংবা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মৌন প্রতিবাদ মিছিল চোখে না পড়ায় বিস্মিত হলাম।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

ব্যভিচারীর বিচারনৈপুণ্য

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

যে কোন কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকেই ব্যভিচারী বলা হইলেও পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ সংসর্গকারীকেই সাধারণতঃ ব্যভিচারী বলা হয়। আমরা এই জাতীয় ব্যভিচারীর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের কথা বলিব।

এক রাজার ছেলে পিতার জীবিতাবস্থায় একটি গঙ্গাপুত্র (মড়া ফেলা ডোম) জাতীয় তরুণীর প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যপদ লাভ করিয়াও তরুণীর কুটিরে গমনাগমন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয় সন্তান এক নিম্নতম ডোম জাতীয়াকে বিবাহ করিয়া পত্নী বলিয়া গ্রহণ করার সৎসাহস অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। প্রত্যহ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সকলে যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বনের মধ্যে যে ক্ষুদ্র পথ ছিল সেই পথ দিয়া ডোমপাড়ায় গতায়াত করিতেন।

প্রত্যহ বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিবার সময় ভাবিতেন – নগরপাল প্রহরী পুলিশের দল রাজকোষ হইতে মাস মাস বেতন খাইয়া থাকে, কই তাহারা তো তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না। আমি রোজ রাত্রে এই অবৈধ কর্ম্মটি করিয়া থাকি, কই একদিনও কোতোয়াল আমাকে ধরিতে পারিল না ! রাজা একদিন কোতোয়ালকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন – প্রত্যহ নগরে খুব সতর্ক পাহারা নিশ্চয়ই দেওয়া হয় না কারণ আমার জানা একজন দুর্বৃত্ত রাত্রে আইন অমান্য করিয়াও ধরা পড়ে না কেন ? কোতায়াল বলিল – মহারাজ, প্রত্যহ রাত্রে খুব সতর্ক পাহারার বন্দোবস্ত করিব। রাজা রাজকাছারীতে বসিয়াই কোতোয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন – কহ সিপাহী রাতকী বাত্ – সিপাহী উত্তর করিল – হুজুর সব ঠিক হ্যায়। রাজা সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। প্রত্যহই প্রত্যুষে কাছারীতে বসিয়াই প্রথমে কোতোয়ালকে কর্ম্মচ্যুত করা হয় যেহেতু সে রাত্রিতে গতায়াতকারী অপরাধীকে ধরিতে পারে নাই। কয়েকদিন এইভাবে পুলিশের পদচ্যুতি দেখিয়া পুলিশ বিভাগে চাঞ্চল্যের উদয় হইল। একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণ পুলিশের পালা আসিল। সে সকল প্রহরীকে রাত্রে নিদ্রা যাইবার আদেশ দিয়া ভাবিল মহারাজা নিজেই রাত্রে গুপ্ত পথে কোথাও গতায়াত করেন কেহ ধরিতে না পরায় প্রত্যহ চাকরীতে জবাবহয়। এই তরুণ কোতোয়াল সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিয়া রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্দারের অনতিদূরবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রহিল। মধ্য রাত্রে দেখিল কে যেন খিড়কির দ্বার খুলিয়া বনপথে চলিতে লাগিল। খিড়কির নিকটে কে জলই হউক কিংবা ভাতের ফেনই হউক ফেলিয়াছিল। রাজার পা পিছলাইয়া গিয়া তিনি আছাড় খাইয়া কোমরের নিম্নাঙ্গে আঘাত পাইয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন। কোতোয়াল তাঁহার অনুগমন করিয়া ডোম রমণীর (পরের পাতায়)

শীতের খাওয়া-দাওয়া

সাধন দাস

সারাবছর ধরে কাঁচকলার ঝোল, ঝিঙেপোস্ত, উচ্ছেপটলের শুক্তো আর আলুসিদ্ধ খেয়ে যখন পেটে চড়া পড়ে যায়, ঠিক তখনই কুয়াশার ওড়নায় ঢাকা সুখাদ্যের পসরা সাজিয়ে রাজকীয় শীতের আগমন। ধোঁয়া-ওঠা গরম কফির আপ্যায়নে একটু একটু করে ঘোমটা খোলে আঘ্রাণের সোহাগী সকাল। একটু বেলা হতেই মনে হয়, সারা বছর ধরে খর্জুর বৃক্ষটি তার খাঁজে খাঁজে আমাদের জন্য জমিয়ে রাখে উপাদেয় অমৃতকুম্ভ। শুধু খেজুর রস কেন, টাটকা জ্বাল দেওয়া আখের রসের 'ফুলি'তে হাতে-গড়া গরম রুটি আরাম করে ডুবিয়ে খাওয়া !! আঃ, যেন মৃতসঞ্জীবনী। রবীন্দ্রনাথও তার জীবনস্মৃতিতে ছেলেবেলার কথা লতে গিয়ে বাসি লুচির সঙ্গে এখোগুড়ের মধুর সম্পর্কের কথা লিখেছেন।

শীতকাল মানেই ব্রেকফাস্টে আর নয় মুড়ি-চানাচুর। বরং উনুনের ধারে রাত জেগে বানানো গোকুলপিঠে, চন্দ্রপুলি, নারকেলকুড়ো দেওয়া নলেন গুড়ের পায়েস, ক্ষীরে ডোবান পাটিসাপটা, চকচকে কাঁসার বাটিতে সেজেগুজে হাজির হয় খাবার টেবিলে। ইতিউতি উঁকি দেয় তিলের পিঠে, মালপোয়া, ক্ষীরমালাই আরও কত কি ! তারপর থলে হাতে শীতের ওম গায়ে মেখে হেলতে দুলতে বাজার যাওয়া। সেখানে কোন্‌টা রাখি আর কোন্‌টা কিনি। ঝুমকোলতা সীম, রূপসীর হাসির মতো ঝকঝকে ফুলকপি, গাঁয়ের লাজুক বৌটির মস্ত খোঁপার মতো বাঁধাকপি, নতুন বৌ-য়ের টুকটুকে ঠোঁটের মত রাঙা টম্যাটো, কিশোরীর এলোচুলের মতো শ্যামলশোভন পালংশাক, সুন্দরীর সীতাহারের মুক্তোদানার মতো মটরশুঁটি, কনে-বৌ এর আলতারাঙা পায়ের মতো বীট, গাজর ও রাঙা আলু। শুধু কি তাই – ক্যাপসিকাম, বেগুন, বরবটি, ধনেপাতা, বিন, ওলকপি, ছোলাশাক, মুলো – যেন, প্রকৃতির কলামন্দিরে শুরু হয়ে গেছে হাজার রঙের শিল্পপ্রদর্শনী। মাছের বাজারে রুই, পাবদা, ইলিশ, কাতলা, পারশে, ভেটকি, গলদা শীতের দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে সে এক আয়েশী খানাপিনা। আবার ছুটির দিনে দল বেঁধে দূরের কোনো পিকনিক স্পটে গিয়ে পোলাও, বিড়িয়ানী, রুইমাছের কালিয়া, খাসির মাংস, ডিমের ভুজিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, দই, মিষ্টি, রাজভোগ, ছানাবড়া, কালাকাঁদ। সান্ধ্যটেবিলে ফলের ঝুড়িতে উপচে পড়ে দার্জিলিঙের কমলালেবু, রসালো মোসাম্বী, তারুণ্যে রক্তিম হয়ে ওঠা রাঙা আপেল, ন্যাশপাতি। শীতের সন্ধ্যা জমে ওঠে ফুলকপি বা পেঁয়াজকলির চপ, মটরশুঁটির ঘুগনি, গরম বেগুনী আর তেলজবজবে টার্টকা মুড়ির সুগন্ধে। রাত্রির টেবিলে ফুলকোলুচি, বেগুনভাজা, ক্ষীরের পায়েস আর গরম গরম মুরগীর মাংস।

আর পট্‌লি ? সারাদিন (পরের পাতায়)

ধ্বংসের পথে আরও দু'কদম

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

সেদিন আর কত দূরে ? যেদিন মানুষের নিজের সৃষ্টির কাছেই পদানত হবে মানুষ – না আর কল্পবিজ্ঞানের অল্প স্বল্প গল্প নয়, একদল বিজ্ঞানী রীতিমতো তাল ঠুকছেন, তারা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন যে, এই শতাব্দীই শেষ, এর পরের শতাব্দীতে অতি মানবিক দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তৈরী যন্ত্রের হাতেই বাজবে মানুষের মৃত্যুঘন্টা। না – রোবট টোবট নয় – অ্যাস্মিভের গল্পের পাতা ছেড়ে হাতেকলমে সেই যন্ত্র তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমনটাই দাবী করছেন ডঃ রয় কুরজওয়েল। না এঁর কথা হেলাফেলা করার কোন কারণ নেই। ১৯৮০ তে এই কুরজওয়েলই বলেছিলেন, চলতি শতাব্দীতে এমন যন্ত্র আসবে যার সাহায্যে অন্ধরা পড়তে পারবে। কয়েক বছর আগেই সেই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯০ তে কুরজওয়েল বলেছিলেন দশ বছরে গোটা দুনিয়াতেই ইন্টারনেটের ব্যবহার অস্বাভাবিক হারে বাড়বে, ১৯৯০ তে ভারতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি এলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল সামান্য কয়েকটি স্থানে। আজ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের প্রয়োগ চলছে। কাজেই কুরজওয়েল তার একটি বইতে সম্প্রতি লিখেছেন – 'একটা সময় এসে যাবে যখন মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যে জাগতিক এবং কর্মক্ষমতা কোন দিক দিয়েই কোন পার্থক্য থাকবে না।' তিনি আরও বলেছেন, সেই সময় মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব এবং তাগিদগুলির সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তৈরী হবে এমন এক সত্তা যা বাস্তবে যন্ত্র হয়েও কাজ করবে মানুষের মতই। অতএব সেদিন আর বেশী দূরে নেই। কুরজওয়েল রীতিমতো অঙ্ক কষে বলছেন এই শতাব্দীই শেষ।

এই নিয়ে কিছুদিন ধরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেছিল এক আলোচনাচক্র। ফিউচার অফ হিউম্যানিটি ইনস্টিটিউট এর এই চারদিনের আলোচনা চক্রের শেষ দিনে এই নিয়েই রীতিমতো তোলপার হয়েছে। ডঃ নিক রোস্ট্রাম একজন দার্শনিক তথা গবেষক। তাঁর দাবী, মানুষের চেয়ে চালাক এমন কিছু অস্তিত্ব মানুষের চেয়ে শক্তিশালী হবে। যদি এমন হয় তবে গোটা মানব সভ্যতাই ধ্বংস হবে। সি এন এনে রোস্ট্রাম বলছেন, মানব সভ্যতার পক্ষে ভয়ঙ্কর এ জাতীয় কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। আর তার

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)/৮৪৩৬৩৩০৯০৭

পরিণতি মারাত্মক। আমরা যা মানুষের আয়ত্ব তাই করলেই সবেচেয়ে নিরাপদে থাকবো। মানুষের সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ট্রান্সহিউম্যানিস্ট অর্থাৎ যারা মানুষের চেয়েও চালাক যন্ত্র বানাতে চান তাদের এটা বোঝা উচিত যে বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার ন্যানোটেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এ সব পরীক্ষার পক্ষে ভাল – বাস্তবে ভয়ানক। এতই যখন গবেষণার শখ তবে বিজ্ঞানীরা মন দিন মানুষের দেহের গঠন, রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এসব নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে এই পৃথিবীকেই সুস্থ বাসযোগ্য করা হোক। প্রাকৃতিক নির্বাচন আর বিবর্তনের ধারণাকে ভুল পথে চালানোর অপপ্রয়াস বন্ধ করার পক্ষে জোরাল সওয়াল তুলেছেন ডঃ নিক রোস্ট্রাম।

কিন্তু তার কথায় কি আসে যায় ? খোদ পেন্টাগনই তো এ জাতীয় নানা গবেষণার অর্থ সরবরাহ করছে। ৪০ লক্ষ ডলার টাকা ঢেলেছে পেন্টাগন। আর তা দিয়ে ক্যলিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ণেগীমেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যৌথ উদ্যোগে নেমে পড়েছেন মানুষের মন বিশ্লেষণে। শুনে অবাক হবেন না – সে দিনও আর বেশী দুরে নেই। আপনার মাথায় একটা হেলমেট বসানো হবে – তার থেকে যোগ করা থাকবে অনেক তার। আর সেই তার যুক্ত থাকবে একটি কম্পিউটারের সঙ্গে। যন্ত্র চালু হলেই পর্দায় ফুটে উঠবে আপনি কি ভাবছেন ?

তারপর ? পেন্টাগন প্রেরিত সৈন্যরা বন্দী করবে বিপক্ষ দেশের সৈন্যদের কাউকে। আর তার মুখ থেকে কথা বার করার জন্য আবু খাইবের জেলখানার অত্যাচারের প্রয়োজন নেই। যন্ত্রই করে দেবে তার কাজ। আর মানবাধিকার কর্মীদের মাথাব্যথা থাকবে না। আর মোমবাতি বিক্রেতাদেরও কষ্ট করতে হবে না। এর প্রধান দায়িত্বে আছেন মাইকেল ডি জুমরা। তার দাবী, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজে নিযুক্ত লোকদের প্রচুর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তবে এ খবর ফাঁস হতেই কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, যেমন ভার্জিনিয়ার প্রতিরক্ষা গবেষণাগারের গ্লোবাল সিকিউরিটির প্রধান জন পাইক। তার মত, এ গবেষণা আপাতত চিন্তাভাবনার স্তরেই রয়েছে।

কিন্তু চিন্তাভাবনার সেই গণ্ডিটা কি রকম ? সেই কুরজওয়েল বলছেন, ইলেকট্রনিক্স এর চেয়ে মানুষের মস্তিষ্ক কয়েক লক্ষ গুণ ধীর। আর তার জোরে মানুষ এক সময় পারবে না যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে। বিপদের রোগব্যধির ওজর আপত্তি শুনে কুরজওয়েলের জবাব, বায়োটেকনোলজি আগামী দিনে মানুষের বয়সের বৃদ্ধি থামিয়ে দেবে। আর সমস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও তাদের দখলে চলে যাবে। তার দাবী, এর আগে দেহের ভিতরে ক্ষত কিংবা টিউমারের স্থান নির্ধারণে ন্যানোটেকনোলজি প্রয়োগ সাফল্য পেয়েছে। পার্কিনসন ব্যধির নিরাময়ে মস্তিষ্কে মটরদানার আকারে চিপস্ বসালে নিউরোনের জটিলতা হ্রাস পাচ্ছে। এসবই কুরজওয়েলের ভাষায় মানুষকে যন্ত্র নির্ভর করে তোলার পথে হাঁটা। আর এরই শেষ ধারা মানুষ আর যন্ত্র দুইয়ের মধ্যে কোন ফারাক না রাখা – কারণ ? কুরজওয়েলরা বলছেন, এ জগতে শেষ কথা হলো বুদ্ধিমত্তা – যার বুদ্ধি কম অর্থাৎ মানুষদের এবার যাবার পালা আসন্ন। আর যে কেউ বলছেন মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ এর কথা – সর্বনাশের কাণ্ডারীরা বলছেন যে কোন বিষয়েরই ভাল খারাপ দুই থাকে। প্রযুক্তিরও আছে।

মানুষের ছাপ্ তুলে একই রকম মানুষ বানানোর প্রযুক্তি বেরিয়ে গেছে। এবার বের হবে মানুষের চেয়েও উন্নত কিছু তৈরী করা – তারপর ? আগামী দিনের সায়েন্স সিটিতে মানুষের মডেল নড়াচড়া করবে।

ব্যভিচারীর বিচারনৈপুণ্য

(১ম পাতার পর)

কুটিরের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাজা ও তরুণীর এক পাত্রে বসিয়া ভাত খাওয়ার পর রাজা জল খাইতে চাইলে তরুণী ইতর ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল – সোনার গেলাস দিয়েছিস্ তাতেই জল খাবি মনে করেছিস্ ? চল্ ধোপারা যে ঘাটে কাপড় কাচে সে ঘাটে যেমন জল খাস্ তেমনি খাবি। রাজা বিনীত স্বরে বলিলেন – সোনার গ্লাস দিই যদি লোক জানাজানি হবে তাই দিতে পারি না। রাজা ধোবীঘাটেই জল খেয়ে এসে ডোমদের মড়ার খাটেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে কাছারীতে বিচারাসনে বসিয়া রোজকার মত কোতোয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন – কহ সিপাহী রাতকী বাত্।

সিপাহী সেলাম দিয়া উত্তর দিল এমনভাবে যেন মহারাজই বোঝেন আর কেহ না বোঝে – খিড়কি হইতে বাহির হইয়া আছাড় খাওয়া হইতে সুরু করিয়া মড়ার খাটে ঘুম যাওয়া পর্য্যন্ত হিন্দীতে কবিতা করিয়া সিপাহী বলিল–

কহেঙ্গে হুজুর রাতকী বাত্ ?
পহেলী পটকন চুতার মে হাত,
পীরিত না মানে ছোটা জাত,
ভুক না মানে জুঠা ভাত,
পিয়াস না মানে ধোবী ঘাট
ঘুম না মানে মুর্দ্দা খাট।

রাজসভার সভ্যগণ কেহই কিছু বুঝিল না কিন্তু রাজা কোতোয়ালের সব বুঝিয়া বলিলেন – তোম্হারা ডবল বেতন আজসে মিলে গা। তোম্ ঠিক ডিউটী দেতা হ্যায়। কোতোয়াল এমন কৌশলে রাজার সম্ভ্রমে আঘাত না দিয়া তাহার কর্ত্তব্যের পরীক্ষা দিল। রাজার আইন রাজা নিজে না মেনে কোতোয়ালের নিকট ধরা পড়ে তার বেতন বাড়ালেন। [প্রকাশকাল ১৩৭১]

শীতের খাওয়া-দাওয়া

(১ম পাতার পর)

সে জঙ্গলে পাতা কুড়ায়। ছেঁড়া ফ্রকের ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হাওয়া ঢোকে তার গায়ে। তেলবিহীন রুক্ষ চুল তার বাতাসে ওড়ে। ঘুঁটেকুড়নি মা বেলা পড়ে এলে লোকের বাড়ি চেয়েচিন্তে এনে, হয়তো দুটো ফ্যানভাত চাপাবে ... !!!

জঙ্গিপুরে একটা টিকিট কাউন্টারে (১ম পাতার পর)

টিকিট নিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেন ধরতে হচ্ছে। দুটো টিকিট কাউন্টার চালুর জন্য বার বার রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোন কাজ হচ্ছে না। অন্যদিকে রিজারভেশন কাউন্টারে তৎকালের টিকিট নিতে গিয়ে যাত্রীরা বাধা পাচ্ছেন। খবর, সকাল ৮ টায় কাউন্টার খোলার নিয়ম থাকলেও মাঝে মধ্যেই ৮ টার অনেক পড়ে রিজারভেশন কাউন্টার খোলা হয়। জানা যায়, ঐ কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মালদা থেকে ইন্টারসিটি ধরে এখানে আসেন। ট্রেন দেরীতে পৌঁছলে কাউন্টার বন্ধ থেকে যায়। গত ১৭ ডিসেম্বর এই ধরনের পরিস্থিতিতে তৎকালের টিকিট কাটতে না পেরে অনেক যাত্রী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের সামনে 'এই ধরনের দেরী আর হবে না' আশ্বাস দিয়ে রেহাই পান। ষ্টেশন মাষ্টার নিজের অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে ক্ষুব্ধ যাত্রীদের শান্ত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। লোড সেডিং-এর রাতে স্টেশন চত্বরে জেনারেটরের ব্যবস্থার কথাও যাত্রীরা স্টেশন মাষ্টারকে জানান।

প্রতিবন্ধী প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষিকার চাকরী (১ম পাতার পর)

মতোই স্বাভাবিক শোনেন। দীপ্তেন্দু বাবু আরও জানান, এ প্রসঙ্গে মিঠু দেবী কোন কথা না তুলে স্কুল থেকে নেয়া লোনের এক লক্ষ টাকা মিটিয়ে স্বাভাবিকভাবেই স্কুল ত্যাগ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

ফোন : ২৭১০০৩ / ৯৪৩৪১১৫৮৪১

শাখা ঃ রঘুনাথগঞ্জ / জংগীপুর / বাড়ালা

স্থাপিত – ১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০১৩ – ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ক্লাসে তিন বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। প্রিপারেটরী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ –

১) রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুল (পুরাতন ভবন) পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

২) জংগীপুর গার্লস হাইস্কুল, পোঃ জংগীপুর।
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

৩) বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ বাড়ালা
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

বিঃ দ্রঃ – রঘুনাথগঞ্জ পারে জুনিয়ার হাই - ২০০৭ – ২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।

এস.এন. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, রঘুনাথগঞ্জ

টিভি চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার নিমতিতা লাগোয়া হাসিমপুর গ্রামের গৌতম দাসের দু'বছরের মেয়ে স্নেহা ১০ ডিসেম্বর টিভি চাপা পড়ে। সবে হাঁটতে শেখা স্নেহা চাকা লাগানো টিভি টানাটানি করতে গেলে হঠাৎ টিভিটা তার ওপরে পড়ে যায়। স্নেহার মাথা থেঁতলে যায়। সংগাহীন শিশুটিকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে কলকাতা নিয়ে যাবার পথে স্নেহা মারা যায়।

স্কুল নির্বাচনে তৃণমূলের আসন নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর এলাকার প্রাচীন স্কুল কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে. ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হয়ে গেল গত ১১ ডিসেম্বর। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএম সহ ৪১ জন প্রার্থী দাঁড়ান। সেখানে কংগ্রেস-৪ ও সিপিএম-২ আসন পায়।

ঐদিন সামসেরগঞ্জ ব্লকের হাউসনগর হাই স্কুলে নির্বাচনে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, মুঃ লীগের ৪২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শেষে কংগ্রেস-৩ এবং সিপিএম-৩ আসন পায়।

১০০০ – ৫০০ টাকার জাল নোট শহরে (১ম পাতার পর)

ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য সরকারী দপ্তরে টাকা জমা দিতে দিয়ে গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। জাল নোট ধরা পড়লেই সেগুলো নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে গ্রাহকের সামনে। ১৯ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর বিদ্যুৎ দপ্তরে টাকা জমা দিতে গেলে এক গ্রাহকের কাছ থেকে একটা ৫০০ টাকার জাল নোট ধরা পড়ে। গ্রাহকটি বিল এবং বাকী টাকা ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় বলে খবর। গত সপ্তাহে স্থানীয় কাষ্টমস্ ফুলতলা এলাকা থেকে দুই মোটর সাইকেল আরোহীকে ৫০০ টাকার দুশোটি জাল নোট সমেত গ্রেপ্তার করে। তাদের একজন রমেন চৌধুরী, বাড়ী রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া গোপালনগর। অন্যজন সুলতান মণ্ডল, বাড়ী মিঞাপুর।

আমরি-র পর জেলা স্বাস্থ্য কর্তারা কি বলছেন ? (১ম পাতার পর)

ডিউটি করে প্রাইভেট প্রাক্টিস করে তিনি এত সময় পান কি করে ?

রঘুনাথগঞ্জ গর্ভমেন্ট কলোনীর মনি শাঁখারী সামান্য বুকের ব্যথায় হাসপাতালে আর প্রাইভেট চিকিৎসায় তাঁকে ১৬ হাজার টাকার ইনজেকসন দিলেন ডাঃ হামিদ আলি কয়েকবারে। কোন উন্নতি না দেখে বাধ্য হয়ে কোলকাতায় যান মনি ডাক্তার দেখাতে। সেখানে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ও যাবতীয় রিপোর্ট দেখে রেগে আগুন চিকিৎসক। মন্তব্য করেন – এটা ডাক্তারের নয়, কসাই এর কাজ। ৬ টা ট্যাবলেট দিলেন। রোগী সুস্থ। এরকম হাজার ঘটনা ভেসে বেড়ায় এখানকার পথে ঘাটে চায়ের দোকানে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই। টাকার বাণ্ডিল উড়ছে ধরে নাও। শাসক দলের নামাবলি গায়ে রাখো। ২/৪ টা দাদাকে প্রণামী বা সেলামী দাও। কোলকাতা বলে কত খবর হয়, এখানে মারা গেলে খবর হয় না।

মহেন্দ্র দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোর্ট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিণ্ডিকেট

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের মোড়

রূপ চর্চায় আমরা আছি – থাকবো

আধুনিক ছোঁয়ায় বিয়ের কনে বা নববধূ এবং তত্ত্ব সাজানোতে আমরাই এখানে শেষ কথা। যোগাযোগ – ৯৪৭৪৭০৭৬৯৯

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।